প্রথম আলো

তারিখ ... 3 MAR ...
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ১

অধ্যক্ষের দুর্নীতি

প্রমাণ সাপেক্ষে অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন

শিক্ষকদের বলা হয় জাতি গঠনের কারিগর। কিন্তু সেই শিক্ষক যদি নীতি-নৈতিকতাবর্জিত হন, তাহলে আমরা খুব বেশি আহত হই। শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সরকার যে অর্থ দেয়, তিনি যদি সেই অর্থ আত্মসাৎ করেন, তাহলে তিনি কেমন জাতি গঠন করবেন? তাঁর কাছ থেকে শিক্ষার্থীরাই বা কেমন শিক্ষা নেবে? তাই নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার কাজী ফজলুল হক উইমেন্স কলেজের অধ্যক্ষের কার্যকলাপে আমরা খুবই আহত হয়েছি।

সোমবারের *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ওই কলেজের ২৬ জন শিক্ষক-কর্মচারী বর্তমান অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তোলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি সেসব অভিযোগ তদন্ত করে প্রাথমিকভাবে অভিযোগের সত্যতাও পেয়েছে। শিক্ষকদের নিজেদের গঠিত সাত সদস্যের একটি নিরীক্ষা কমিটি দাবি করেছে, গত দুই বছরে বর্তমান অধ্যক্ষ প্রায় ২৩ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। ২৩ লাখ হোক আর এক লাখই হোক, সেটি বড় কথা নয়। এর চেয়েও বড় হলো একজন শিক্ষকের চরিত্র বিসর্জন। তিনি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে একটি টাকাও আত্মসাৎ করে থাকেন, তাতেও তিনি তাঁর চরিত্র হারিয়েছেন, তথা শিক্ষাদানের নৈতিক ভিত্তি হারিয়েছেন। আর এর ফলে একজন শিক্ষকের ভাবমূর্তির যে ক্ষতি হয়েছে, একে কোনো টাকার অঙ্কে প্রকাশ করা যাবে না।

প্রতিবেদনে বলা হয়, কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছেন। এতে তাঁদের প্রতি দোষারোপ করা যাবে না। কারণ, নৈতিকভাবে স্খলিত একজন শিক্ষকের কাছে শিক্ষা নিতে অস্বীকার করার অধিকার তাঁদের আছে। আর এ জন্য আন্দোলন করার প্রয়োজনই বা হবে কেন?

আমরা মনে করি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অতি দ্রুত বিষয়টির যথোপযুক্ত সমাধান করতে হবে। এর কারণে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম যেন এক দিনের জন্যও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে।